তারিখ 19 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরি…
ডকুমেন্টেশন

ব্রজমোহন কলেজের শতবর্ষ

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের প্রিয় বরিশালের ঐতিহ্যমন্ডিত ব্রজমোহন কলেজের শতবর্ষ পূরণ হল গেল চৌদ্দই জুন, বুধবার। এ উপলক্ষ্যে ঢাকায় বসবাসরত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি পুনর্মিলনী ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিলেন বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ-পটুয়াখালী সমিতি।

একশটি বছর অতিক্রম করেছে ব্রজমোহন কলেজ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়নে এর অবদান অবিস্মরণীয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, গণিতজ্ঞ ডঃ দেব প্রসাদ ঘোষ, শান্তিসুধা ঘোষ, ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপ্যাধায়, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক এম ইউ আহমেদ, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, নিমগ্ন কবি আহসান হাবীব, ধান-সালিখের দেশের কবি জীবনানন্দ দাশ, সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর—এঁরা সবাই ব্রজমোহন কলেজের উজ্জ্বল অবদান। এঁদের ছাড়াও অনেক কৃতী গুণী জ্ঞানী রয়েছেন। এমন করে যে যশস্বী সৃষ্টি করে সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে ব্রজমোহন কলেজ, তার মূলে কাজ করেছে এর জন্ম-ইতিহাস। পূর্ব বাংলার, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের, যখন এক ক্রান্তিকাল, তখনই জন্ম নেন পটুয়াখালীর লাউকাঠিতে পিতা ব্রজমোহনের ঘরে মাতা প্রসন্নময়ীর কোলে অশ্বিনী কুমার দত্ত। মুনসেফ ম্যাজিস্ট্রেট জনক উপহার দিলেন পুত্রকে এক আশ্চর্য দীক্ষা, 'যদি কাজ করিতে চাও—বরিশালে থাকিও ; যদি সুনাম চাও তবে কলিকাতায় যাইও।' পুত্র বরণ করে নিলেন কর্তব্য ধর্মকে ; তাঁর সততা, নিষ্ঠা আর প্রেমের কাছে তাঁর এলাকার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই দেখা দিল বড় হয়ে। সে কাজেই তিনি নিবেদিত হলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁর বাসভবনে অবস্থিত বিএম ইনস্টিটিউটে ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুন ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রজমোহন অশ্বিনী কুমার দত্তের পিতার নাম। যে পিতার অর্থ ও আদর্শ কলেজটির জন্ম-উৎস সেই পিতার নামটিই উৎসর্গ করলেন তিনি কলেজকে। সেই সঙ্গে উৎসর্গ করলেন নিজের জীবন। তাঁর প্রাথমিক পেশা ওকালতি ছেড়ে তিনি শিক্ষকতায় এলেন—কলেজে ইংরেজী ও তর্কশাস্ত্র পড়াতে শুরু করলেন। পড়ালেন সতের বছর ধরে।

অনেক বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে অশ্বিনীকে তাঁর কলেজ টিকিয়ে রাখতে ও এগিয়ে নিতে হয়। ১৮৯৮ সালে ব্রজমোহন কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। তথাকথিত শিক্ষিত তৈরি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টির। মানুষরূপী কাঠামোর মধ্যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টি। তিনি বার বার বলেছেন, 'তরুণ সমাজের চরিত্র গঠন অপেক্ষা মহত্তর কোনো কাজ আছে বলে আমি মনে করি না অথবা মানি না।' সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ছিল বিদ্যার্থীদের জীবনধ্যানমাত্র। তিনিই অবহেলিত ঐ বিশাল এলাকায় সূত্রপাত করেন ব্যাপক শিক্ষা আন্দোলনের। এরই ফলে বরিশাল নিখিল বঙ্গে শিক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ কলেজের পাসের হার শীর্ষস্থান পেতে থাকে। কলেজের শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ছিল প্রশংসনীয়। ইনভিজিলেটর ছাড়া পরীক্ষা দিয়ে কলেজের পরীক্ষার্থীরা সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলার ছোট লাট স্যার উডবার্ন তাঁর শিক্ষা বিবরণীতে বি এম কলেজ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'মফস্বলের এই কলেজটি একদিন মেট্রোপলিটন কলেজের (প্রেসিডেনসি) সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।' পরে হয়েও ছিল তাই। বাংলায় কলকাতার প্রেসিডেনসি কলেজের পরেই ব্রজমোহন কলেজের নাম উচ্চারিত হয়।

ব্রজমোহন কলেজ যুগে যুগে তার তেজস্বী ক্রিয়াকলাপের দীপ্ত স্বাক্ষর রেখেছে। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম—প্রতিটি পর্যায়ে ব্রজমোহন কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রদীপ্ত অবদান রেখেছেন।

সংগ্রামী চেতনা ও আপোসহীন ভূমিকার পাশাপাশি ব্রজমোহন কলেজের শিক্ষার মানও ছিল উঁচু। এ কলেজটিকে বলা হয়েছে 'অক্সফোর্ড অব বেঙ্গল'।

গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী ব্রজমোহন কলেজ এখন সরকারী। বর্তমানে কলেজের এলাকার পরিমাণ ৪২ একর। ১৯২২ সালে এ কলেজে ইংরেজী ও দর্শনে প্রথম অনার্স চালু হয় কিন্তু ১৯৫২ সালে অনার্স কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৫ সাল থেকে সরকারীকরণের পর আবার অনার্স কোর্স চালু হয়। এখন নয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে এবং স্নাতকোত্তর বিষয়ে আটটি। পাঁচ হাজার পাঁচ শ' শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের।

'শতবর্ষ' মহাকালের বুকে তেমন কিছু না হলেও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষভাবে এই কলেজ ও এই সময়ের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আদর্শকে বিবেচনায় ও বিশ্লেষণে প্রথম কাতারে আনতে হয়। সেই সময়ের শিক্ষাবঞ্চিত সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠত শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি, নৈতিকতা মুক্তবুদ্ধির প্রধান পাদপীঠ।

আজকের দিনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আদর্শ বা নীতিমালার উল্লেখ লাগে না, তেমন উচ্চারণ মানায়-ও না। স্কুল বা কলেজ গড়ার মানসিকতা এখন আর নেই-ও কেবল কিন্ডারগার্টেন ছাড়া। সেলুন লন্ড্রি, ফ্যাশন-হাউস, গার্মেন্ট সপ, কাট-পীস সেন্টার, স্ন্যাকবার—এ জাতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেয়া অনেক ভালো, তার রিটার্ণ নগদ, মূলধনের চেয়ে মুনাফা অনেক গুণ বেশি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থলগ্নি করে ব্যক্তিগত লাভটা কি ? অবশ্য প্রয়োজন হলে ডোনেশন দেয়া চলে—সে প্রয়োজন হতে হবে সন্তান স্কুলে ভর্তি বা প্রমোশন-প্রদান জাতীয়।

এ জন্য চিহ্নিত করার পথ নেই, এমন কৌশল এখন পূর্ণতায় পরিণত—কাজেই সিদ্ধ। এইসব বাস্তবমুখী কার্যকলাপের কাছে ন্যায়নীতি পরাভূত। এমন অবস্থায় নিজের টাকায় অপরের মঙ্গল কামনা সুদূর পরাহত। শিক্ষার্থীদের যদি এই মথিত দর্শন উদ্বুদ্ধ করে, তবে তাকে দোষ দেওয়ার বা দায়ী করার কী থাকতে পারে ?

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে হৃদয়বিদারক অবনতি— তার মূলে কি ? সর্বোচ্চ পর্যায় দূরে থাক—সর্বনিম্ন পর্যায়ের শিশুটিও যখন দেখে শ্রেণীকক্ষে বিচারের কথায় কাজে অসঙ্গতি— তার শিশুমন তার অজান্তেই হয় বিরূপ হয়ে ওঠে, নয় তাকেই সত্য বলে বরণ করতে শুরু করে। আজকের শিক্ষক ছাত্র সকলেই ব্যস্ত, মহাব্যস্ত এবং সকলেই নানা রকমের শর্ত চুক্তিতে আবদ্ধ। শিক্ষকের ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন স্বপ্ন—তেমনি অকল্পনীয় ছাত্রের আনুগত্য ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

পেতে হলে দিতে হয়। দেওয়াটা অন্তর্হিত হয়ে গেছে বলেই পাওয়াটা প্রত্যাশিত নয়। একাল ওকালকে দায়ী করে যাঁরা স্তোব পেতে চান, তাঁরা অভ্রান্ত নন ? শিক্ষাদানের গুরুভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁদের সাধনা দিয়েই 'গুরু' হতে হবে—কেবল পদাধিকার বলে নয়।

ব্রজমোহন কলেজের শতবর্ষ চক্ষুষ্মান করে যদি বর্তমানের সমাজ ও কালকে, এর শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন সার্থক হবে। শত বছর আগের সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে যদি এমন করে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দিক দিশারী হওয়া সম্ভব হয় এবং শত শত কৃতী ও যশস্বী প্রাণ সর্বস্তরে উপহার দেওয়া যায়, তাহলে আজকের দিনে বাধাটা কোথায় ?

আজ যাঁরা সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বে সমাসীন, যারা জীবনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের সকলেরই একটি ঐতিহ্য… মন্ডিত 'অতীত' ছাত্রজীব… আছে—যে অতীত সমৃ… ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নিবেদিত গু… শিক্ষকের সাহচর্যের স্মৃতিতে… আজকের প্রজন্মে শিক্ষার্থীদে… স্মৃতির ভান্ডার এমন যে হ… না—বলাই বাহুল্য। এ ত… অপ্রিয়, কিন্তু সত্য।

আজকের ধনাঢ্য মানুষ… পয়সা ব্যয় হয় সর্বত্র, কেব… শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে … লাগনে নয়, আজকের অর্থবা… দের অর্থ শিক্ষাক্রয়ে খরচ ক… হয়, শিক্ষিত করায় নয়। এই ম… এই ধ্যান, এই স্বপ্ন সুস্থ … স্বাভাবিক নয়।

সুস্থ বা স্বাভাবিক যে ন… তার প্রমাণ আজ আমরা শত… আগের দিকেই আবার ফি… চিত্তে তাকাই, বর্তমানের শূ… ঝুড়ি নিয়ে কেবল অতীতকে… অগ্রাধিকার দিয়ে ধন্য হ… চাই, নতুন সংযোজনের কলে… ও রূপ নির্ণয়ে বিবর্ণ হ… পড়ি, শতবর্ষ পরের জন্য আ… দের কর্মধারা কী, তার বি… ষণে শুধু গ্লানি আর লজ্জা… হাবুডুবু খাই।

হোসনে আরা শাহে…